২৪-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সমেত তোমার যা কিছু আছে সে সবকিছুরই নৈবেদ্য দিয়ে ট্রাস্টী হয়ে চলতে পারলে মমত্ব-ভাব দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চারই কি এমন যুক্তি ও পদ্ধতি অবশ্যই শেখা উচিত ?

উত্তর :- সেবা করার যুক্তি ও পদ্ধতি অবশ্যই শেখা উচিত। আগ্রহ থাকতে হবে যে, কি করে লোকেদের যুক্তি-যুক্ত ভাবে প্রমাণ করে বোঝাতে পারবে - পরমাত্মা কে ! বাবার শ্রীমৎ তো তোমরা পেয়ে থাকো - বুদ্ধিমানের মতন সবাইকে বাবার সেই বাণীগুলি শোনাতে থাকো। বাবার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে ছোট ছোট কাগজে ও কার্ডে খুব সুন্দর বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে তা বিতরণ করো, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ পরমাত্মাকে অপমান করা। বাচ্চারা, এই সেবা তীর্থযাত্রীদের নিকট বেশী করে করতে পারো।

গীত :- যার সাথী স্বয়ং ভগবান,
. তার আবার কিসের ভয় যতই আসুক ঝড়-তুফান .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা - গীত তো শুনলে তোমরা। তোমরা বি.কে.-রাই এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারো। অথচ যে এই গীত গেয়েছে, সে কিন্তু এর মর্মার্থ কিছুই বোঝে না। যেহেতু তাদের সাথী তো আর ভগবান নয়। এছাড়া তারা এ কথাও জানে না ভগবান কবে আসেন - এসে নিজের বাচ্চাদের কিভাবে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়ার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেন। বাবা স্বয়ং এসে নিজেই নিজের পরিচয় জানান। সেই বাবা স্বয়ং এখন নিজের বাচ্চাদের বি.কে.-দের সামনে বসে যা কিছু বলছেন, তোমরা বাচ্চারাও তা শুনছো। এই ঝড়-তুফানের প্রকৃত অর্থ কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চারাই বুঝতে পারো। লোকেরা তো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝড়-তুফানকে জানে। কিন্তু, তোমাদের ঝড়-তুফান তো হলো ৫-বিকার রূপী মায়ার। তোমাদের পুরুষার্থে এই মায়া-ই যত বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কিন্তু তার পড়োয়া করা চলবে না তোমাদের। একমাত্র উপায় হলো, কেবলমাত্র খুব মনোযোগ সহকারে বাবার স্মরণ করতে থাকা, তবেই সেই ঝড়-তুফান পালিয়ে যায়। যে প্রকৃত বাদশাহের বাচ্চা হবে, তার সেই নিশ্চয়তা থাকে যে, সেও বাদশাহ বাবার বাচ্চা। অর্থাৎ সেই বাদশাহীরও মালিক বা রাজকুমার-এমনই নেশার ঘোর থাকা উচিত বাচ্চাদের মধ্যে। বাচ্চারা, তোমাদের যার যার মধ্যে সেই নিশ্চয়তা পাক্কা আছে, তারাই বাবাকে আপন করে নিতে পেরেছো। এ কিন্তু নিজের বানানো কোনও সাধারণ ব্যাপার বা মাসীর ঘরে যাওয়া নয়। এর জন্য এমন ভাব আসতে হবে - ব্যস্, আমার তো এক ও একমাত্র শিববাবাই আছেন, অন্য কিছু আর চাই না আমার। বি.কে. বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকেই এই কথাকে সেভাবে মানে না বলেই তো মায়ার ঝড়-তুফান তাদেরকে হয়রান করে। যে কারণে অনেকেই বাবার সঙ্গও ছেড়ে দেয়। দুনিয়ার লোকেরা তো ভগবানকে যথার্থ রূপে কেউ-ই জানে না। তোমরা বি.কে.-রাই প্রকৃত শিবালয়ে অর্থাৎ শিবমন্দিরেই আছো। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এখন বেশ্যালয়ে পরিণত। বর্তমান সময়ে (বিকারের কারণে) মানুষদের চরিত্র এখন বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের। ক্রোধ-বিকারেও মানুষ এখন বাঁদরের চাইতে বেশী। যদিও চেহারায় তারা মানুষ, কিন্তু মানুষ হয়েও তারা এমন সব কার্য-কলাপ করে যে, তা দেখে অবশ্যই বলা যেতে পারে, মানুষেরা এখন বাঁদরের থেকেও নিম্ন-স্তরে নেমে গেছে।

ভারতবাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু কে - যে মানুষদেরকে বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের বানিয়েছে ? এ খবর কেউ রাখে না। তাই বাবা বলছেন- তোমরা নিজেদের মন-দর্পনে নিজেদেরকে দেখো, এই তোমরাই পূর্বে কি সুন্দর স্বভাবের ছিলে, আর আজ কি করুণ পরিণতি হয়েছে। বাবা এসেছেন আবার তোমাদের তেমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। কিন্তু যারা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে না, মায়া তাদেরকে উপযুক্ত হতে না দিয়ে -অমন বাঁদর বানিয়েই রাখে।

বাবা এখন শ্রীমত দিচ্ছেন - দেহ সমেত যা কিছুই আছে তোমার কাছে, সে সব কিছুরই নৈবেদ্য চড়িয়ে দাও। এরপর বাবা তাকে বাবার সবকিছুরই ট্রাস্টী বানিয়ে নেবেন। ফলে সবকিছুরই মমত্ব দূর হয়ে যাবে। অবলা মাতা ও কন্যাদের জন্য এটাই খুব সহজ পন্থা। যেমন, রাজস্থানের কোনও রাজার সন্তান না হলে, তখন সে কাউকে দত্তক নিয়ে থাকে। যখন কোনও ধনী ব্যক্তি কোনও গরীব ঘরের বাচ্চাকে দত্তক নেয়, সেই বাচ্চা তখন খুবই খুশী হয়, এই কথা ভেবে- এখন সে কত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। ঠিক যেমন, ধনী লোকের বাচ্চাদের মধ্যে ধন-সম্পদের (অহংকারের) একটা ঘোর থাকে, আমি কোটী-পতির বাচ্চা। কিন্তু এই জ্ঞান-ধনের কোনও খবরই রাখে না তারা। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো, এই জ্ঞান-রত্ন ধনের ঘোর কত বিশাল। আর তেমন শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় শ্রীমত অনুসারে চলতে পারলে। শ্রীমত অনুসারে চলতে না পারলে আর কি বা পাওয়া যাবে- কিছুই না। যেখানে স্বয়ং ভগবান বলছেন, কোনও কিছুরই চিন্তা করার প্রয়োজন নেই তোমাদের। কেবলমাত্র রাত-দিন এই ঘোরের মধ্যেই থাকতে হবে। তবেই বাবা তোমাদেরকে আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা দেবেন। একমাত্র বি.কে.-রাই এই উত্তরাধিকারী পায়। যেহেতু তারা বাবার আপন দত্তক সন্তান। যদিও বাস্তবে সবাই একই শিববাবার সন্তান। কিন্তু বাস্তবে এখানে তো শিববাবা স্বয়ং এসে বি.ক.-দেরকে এই পঠন-পাঠন ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ওঁনার সন্তান করে গড়ে তুলছেন। তোমরাও স্ব-শরীরে ওনারই সম্মুখেই বসে আছো, যেহেতু তোমরা জানো যে, শিববাবা তোমাদেরকে আপন করে নিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করার জন্য এই শ্রীমত দেন। বাচ্চারা, তোমরা যেন কারও নাম বা রূপের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে নিজেদেরকে সেই জালে জড়িয়ে ফেল না। এক ও একমাত্র শিববাবার নাম ও রূপে নিজের মন ও বুদ্ধিকে স্থির থাকতে হবে। যার নাম ও রূপ জাগতিক সবার থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, (কল্প পূর্বেও) তোমরা তো আমারই বাচ্চা ছিলে, প্রকৃত অর্থে পূর্বে তোমরা ছিলে নির্বান-ধামের বাসীন্দা। তোমরা কি ভুলে গেলে যে তোমরা আত্মারা পরমধাম, শান্তিধাম অথবা নির্বানধামের বাসিন্দা ? তোমাদের প্রকৃত ধর্মই হলো শান্ত-স্বরূপ। বর্তমানের এই শরীর ও ইন্দ্রিয় তো কেবল কর্ম-কর্তব্য সমাধা করার জন্য। এগুলি না থাকলে তোমরা তোমাদের সেই অভিনয় করবেই বা কি প্রকারে ? তোমরা তো এটাও জানতে না যে, তোমরা আত্মারা প্রকৃতই নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা। যা সব মানুষদেরই তো জানা দরকার। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ তো আর তা জানবে না। লোকেরা পরমাত্মাকে সর্বব্যপী বলাতেই, নিজেদেরকেই ভুলে গেছে যে, মূল অর্থে তারা আত্মা। অথচ লোকেরা কিন্তু আবার এ কথাও বলে, যীশুখ্রীষ্টকে, ইব্রাহিমকে তো পরমাত্মাই পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ বাবা-ই নিশ্চয় তাদেরকে পাঠিয়ে থাকবেন। একথা তো তোমরা জানোই, অবিনাশী এই ড্রামার চিত্রপট অনুসারে প্রত্যেককেই আসতে হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সমাধা করতে। সেক্ষেত্রে ওনাকে কারও পাঠাবার প্রশ্নই তো ওঠে না। বর্তমানে মানুষেরা রয়েছে অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে। তারা না চেনে বাবাকে, না জানে নিজেকে আর না

আছে জাগতিক রচনা-র কোনও ধারণা। আর এই জ্ঞানটুকুও নেই-ই যে, প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা, কিন্তু আমার শরীর হলো পৃথক। আমরা আত্মারা আসি অসীম দূরের জগৎ শান্তিধাম থেকে। এইসব বিষয়গুলোকেই স্মরণ করিয়ে দেন বাবা। তার সাথে বাবা একথাও বলেন, অন্যদেরকেও তা স্মরণ করাও। খুব সুন্দর করে নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপাবে, তাতে যেন শিবের চিত্র অবশ্যই থাকে। তাতে এটাও দেখাতে হবে, ইনি হলেন বাবা, আর এনারা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার উত্তরাধিকারী। আর তাতে একথাও লিখতে হবে- "তোমরা এসো, এসে পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে এমন আশীর্বাদী-বর্সার অধিকার প্রাপ্ত করো, যা পেলে তোমরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারবে। তোমাদের এই ছাত্র-জীবন নর থেকে নারায়ণ হবার। ধনী পরিবারের বাচ্চারাও তা জানতে পারলে, তারও খুব খুশী হবে। যে যতই ধনী হোক্ না কেন, বি.কে.-দের তুলনায় তারা খুবই নগন্য। জগতের লোকেরা কত পরিশ্রম করে অল্প-কালের সামান্য সুখ-ভোগের জন্য। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো সদাকালের সুখ পেয়ে থাকো। যা কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চারাই বলতে পারবে। যেখানেই তোমরা যাও না কেন, তোমাদের হাতে যেন নিমন্ত্রণ-পত্র অবশ্যই থাকে। লোকদেরকে বুঝিয়ে বলবে, ইনি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা সব আত্মাদেরই বাবা, যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। কিভাবে ওঁনার কাছ থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, সেসব লেখা আছে এতে। এমন ধরণের নিমন্ত্রণ পত্র বা কার্ড এরোপ্লেন থেকেও নীচে ছড়াতে পারো। খবরের কাগজেও তেমন ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে পারো। এমন করলে নামযশ ও খ্যাতি সম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী লোকেদের কাছেও সেই নিমন্ত্রন পৌঁছে যাবে। এই এ্যাড়োপ্লেন যেমন বিনাশের জন্য, তেমনি আবার তোমাদের সেবার কাজের উদ্দেশ্যেও। যদিও এই ধরণের সেবার কাজ গরীবদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাবা তো দীনের বন্ধু। তাই গরীব বাচ্চারাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। ধনীরা তো তাদের ধন-সম্পদের মমত্বেই আটকে থাকে। তাই সমর্পিত হতে গেলে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাই এই সময়কালটা মাতা ও কন্যাদের সৌভাগ্য উদয়ের সময়।

বাবা এবার জানাচ্ছেন- উনি এই মাতাদের দ্বারাই ভারতের সাধু-সন্ন্যাসী, বিদ্বান-বিজ্ঞদের উদ্ধার করান। ভবিষ্যতে এই জ্ঞানের প্রচারের উন্নতির সাথে সাথে তারও সব আসবে এখানে। এখন তারা ভাবছে, তাদের মতন জ্ঞানী আর কেউ নেই জগতে। অথচ, তাদের ধারণা নেই যে, বাবা যে রাজযোগ শেখান তা ঘর-গৃহস্থ পরিবারে থেকেও শেখা যায়। যেহেতু, জাগতিক হঠ-যোগ তার কর্ম-সন্ন্যাস এই সহজ ররাজযোগ থেকে পৃথক ধরণের। ভগবান তো অবশ্যই আসবেন ওনার কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা আপন বাচ্চাদেরকে (বি.কে.-দেরকে) স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী করে গড়ে তুলবার জন্য। অতএব বাচ্চারা, এই খুশীতে তোমাদের কতই না আনন্দিত হওয়া দরকার ! ব্রহ্মাবাবা যখন ভক্তি-মার্গে ছিলেন, তখন তার প্রিয় লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে কত স্বযত্নে রাখতেন নিজের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ওনার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল, যা দেখে খুব খুশীও হতেন। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, স্ব-কল্যাণ অর্থাৎ নিজের কল্যাণ চাইলে, সর্বাগ্রে অন্যের কল্যাণ করতে হবে। অতএব সেবায় নিয়োজিত করো নিজেকে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো একেবারেই পরিস্কার। বাবার আশীর্বাদী-বর্সায় তোমরা বি.কে.-রাই বাবার উত্তরাধিকারী, দেবতুল্য, জগতের সর্ব-ক্ষমতার অধিকারী। চিত্রের একেবারে শীর্ষে শিববাবা, ঠিক তারই নীচে লক্ষ্মী-নারায়ণ - এইভাবে বোঝানোটা কত সহজ ব্যাপার। অতএব সবাইকেই নিমন্ত্রণ পাঠানো উচিত। যাতে সবাই অসীম-বেহদের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী.আশীর্বাদী-বর্সা পেতে পারে। যেখানে যেখানে লোকেদের ভীড় হয়, সেখানে গিয়ে এই প্রচার-পত্র অবশ্যই বিলি করা দরকার। এমন করলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না। তবুও যদি কেউ

বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন তোমরাই তা প্রমাণ করে দেবে যে, ইনি হচ্ছেন এমন এক বাবা, যার কাছ থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। যাকে লোকেরা সর্বব্যাপী বলে অবজ্ঞা করে। তাই বাবা বলেন- এই সর্বব্যাপী বলায় বাবাকে কতই না অপমান করা হয়। যেখানে উনি অনুপোযুক্তদেরও স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন, সেখানে ওনাকেই ফেলনা নুড়ি-পাথর বলা হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সেই অমূল্য শ্রীমতের মাধ্যমে বাবার নির্দেশ পাচ্ছো- এই প্রচার-পত্র চারিদিকে বিলি করতে থাকো। অমরনাথ তীর্থ-যাত্রায় তো দলে দলে অনেকই যায়, সেখানে গিয়েও এই প্রচার-পত্রের বিলি করো। সেই প্রচার-পত্রে যেন লেখা থাকে, যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ, ইত্যাদি কোনও কিছুতেই বাবাকে পাওয়া যায় না। অবশ্য তা বোঝার জন্য প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরও তো প্রয়োজন। বুঝতে হবে এই বাবা হলেন 'গড়-ফাদার' অর্থাৎ দেবতাদেরও পিতা। কিন্তু, কেবলমাত্র ভগবান, ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে, সেখানে পিতা অক্ষর বা শব্দের যোগ হয় না। একমাত্র 'গড়-ফাদর' বললে তখনই পিতা শব্দ যোগ হয়। আসলে সবাই আমরা এক গড়-ফাদারেরই সন্তান। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বললে তো পরমাত্মাকে পতিত বলাই হলো। যেখানে উনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ-মন্দিরের মতন পবিত্র জায়গায় গিয়ে আমরা যার শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করি। বাচ্চাদেরও এমনই যুক্তি সহকারে সেবায় উৎসাহ-আনন্দ থাকা উচিত।

তীর্থ-যাত্রীদের যাত্রাপথে নানাভাবে অনেক প্রকারের সেবা করতে পারো। লোকেরা তো এই স্থুল শরীরে জাগতিক তীর্থ-যাত্রার যাত্রী - আর তোমরা বি.কে. হলে মনে মনে যোগের সাহায্যে ঈশ্বরীয় তীর্থ-যাত্রার যাত্রী। এটাই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে লোকেদেরকে- তোমাদের সেই যাত্রার দ্বারা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাও তোমরা। শংকর-পার্বতী তো সূক্ষ্ম-বতনে থাকেন, এখানে তারা আসবেনই বা কিভাবে ? এসব যা ভক্তি-মার্গের। অতএব তোমরা এভাবে অনেক সেবা করতে পারো। বেচারা ভক্তরা, তাদের তো কেবলই নানা জায়গায় ঠেলা-ধাক্কাই খেতে হয়, অতএব তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি হন বাবা। তাদেরকে এ কথা স্মরণ করাও, তারা তো তাদের নিজের ধর্মকেই ভুলে বসে আছে। এই যে হিন্দু-ধর্ম -কে তা স্থাপন করলো। সেবা তো অনেক ভাবেই করা যায়। বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদেরকেই তা ঠিক করতে হবে। বাবা আসেন তার বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিতে, কিন্তু মায়া-ই কোনও কোনও বাচ্চাকে নাকে দড়ি দিয়ে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। অতএব এই মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বসে আছো বাপদাদার সামনে। জগতের লোকেদের তো ধারণাই নেই, বাপদাদা এভাবে তোমাদের সম্মুখে এসে বসেন। যেহেতু আত্মারা এখন একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। যদিও তা একেবারেই নিভে যায়নি। খুব সামান্য আলোর শক্তি অবশিষ্ঠ থাকে। এমন সময়ে বাবা এসে তাদের বুদ্ধির প্রদীপে জ্ঞান-ঘৃত ঢালেন। কেউ মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তেমনি এখানেও যোগের দ্বারা আত্মার জ্যোতিকে জাগিয়ে তোলা হয়, ফলে জ্ঞানের ধারণাকে সঠিক ভাবে ধারণ করতো পারো। ভারতের প্রাচীন রাজযোগেরর এত সুনাম, তাই এত খ্যাতি। নিবৃত্তি-মার্গে তো অনেক প্রকারের হঠ্-যোগ শেখানো হয়। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছুই হয় না। উল্টে তাদের অধঃপতনই হতে থাকে। এক ও একমাত্র যোগেশ্বর (শিব) ছাড়া আর কেউ-ই প্রকৃত যোগ শেখাতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং সেই প্রকৃত যোগ শিখিয়ে থাকেন-যিনি নিরাকার।

এবার বাবা স্বয়ং বলছেন- "আমি-ই সেই, যে তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাই। তোমাদের ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট এই জন্মেই শেষ হচ্ছে। অবশ্য কারও যেমন ৮৪-জন্ম, কারও ৬০ জন্ম,

আবার কারও বা এক বা দুই জন্মের পার্ট থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু খুব বেশী করে সেবার কার্য করতে হবে। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন তা ছিল দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। এইসব তথ্য তোমরা ছাড়া আর কেউ-ই অন্যদের বোঝাতে পারবে না। হয়ত এর জন্য লোকেদের দিক থেকে অপমান জনক কথাও শুনতে হতে পারে। বাবাকেই যখন তা শুনতে হয়, বাচ্চাদেরকে তো বলবেই লোকেরা। ভাল কাজের জন্য তা তো সহ্য করতেই হবে। এই ঘটনাও যে অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে রয়েছে। আবারও আগামী কল্পে এমনটাই ঘটবে। বাচ্চারা, এই বাবা তোমাদেরকে বানাতে চান পরশ-পাথরের মতন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। অতএব এমন বাবাকে সর্বদাই স্মরণ করা উচিত, যিনি তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী করে গড়ে তুলছেন। তাই তো বাবা তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেন- বাচ্চারা, দীর্ঘজীবী হও, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হও। এমন মিষ্টি-মিষ্টি বাবাকে কি তোমরা স্মরণ করবে না ? যেখানে একমাত্র স্মরণের যোগেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। পুরোনো পাপের বোঝার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তো দিতেই হবে। আর যদি যোগের দ্বারা তা না চোকাও তবে শাস্তি-দণ্ডের মাধ্যমে তা চোকাতেই হবে। তখন আবার তোমাদের করুণ দশা হবে। একবার বাবার বাচ্চা হয়ে, তারপর বাবাকে ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই বিশ্বাস-ঘাতক হওয়া। পূর্বেই তোমাদের সেই সাক্ষ্যাৎকার তো হয়েছেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি সদা নিরাপদ বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিনাশী শরীর ত্যাগ করে তোমাদের যেতে হবে শান্তিধামে। এখানে থাকার আর কোনও মজাই নেই এখন। আপন বাবার কাছে ফিরে যে যেতেই হবে। তাই লাগাতার বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। সেখান থেকে আবার স্বর্গধামে যেতে হবে। সত্যি, কি সুন্দর আমাদের এই তীর্থ-যাত্রারর পথ। যদিও এসবের মধ্যে মায়াও যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন নিজের ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক ও একমাত্র শিববাবার নাম-রূপকে মন-বুদ্ধিতে রাখতে হবে। অন্য আর কারও রূপের ফাঁদে ফেঁসে যেয়ো না যেন।

২) মায়ার ঝড়-তুফানকে তোয়াক্কা করবে না। এক ও একমাত্র শিববাবা আছে আমার, আর কিছুই চাই না আমার ..... এই বিধি অনুসারে ঝড়-তুফানকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বরদান :- সর্ব প্রকার ব্যর্থের চক্কর থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে সেবা করে অখণ্ড সেবাধারী ভব

বিস্তার :- সেবা তো সবাই করে, কিন্তু সেবা করার সাথে সাথে যে নির্বিঘ্নে থাকতে পারে, তার মাহাত্ম্য অনেক। সেবার মধ্যে যেন কোনও প্রকারের বিঘ্ন না আসে। যেমন, বায়ুমণ্ডলের, সঙ্গী-সাথীর, আলস্যের .....! সেবাতে কোনও প্রকারের বিঘ্ন এলেই তা খণ্ডিত হয়ে যায়। অখণ্ড সেবাধারীর সেবাতে কখনও কোনও বিঘ্ন আসতেই পারে না। এমন কি সংকল্পেও সামান্যতম বিঘ্ন আসে না। সর্ব

প্রকার ব্যর্থের চক্কর থেকে মুক্ত থাকতে পারলে, তবেই তাকে সফল আর অখণ্ড সেবাধারী বলা যাবে।

স্লোগান :- যে মন আর হৃদয় থেকে সৎ হয়, একমাত্র সে বাবা ও পরিবারের প্রিয় পাত্র হয়।